রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় গবেষণাসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

আদিত্য নারায়ণ বর্মন

নিবন্ধনক্রম: **A00SA1201218**

তত্ত্বাবধায়িকা

ডঃ শিউলী বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
ভূমিকা	১-৪
বিষয় নির্বাচনের কারণ	১
গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	১
শতককাব্য-বিষয়ক পূর্ববর্তী সমীক্ষাকর্ম	২
গবেষণা-প্রবন্ধের অধ্যায় বিভাজন	৩
গবেষণার বিষয়বস্তু	৩
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৪
গবেষণাপদ্ধতি ও লিখনপ্রণালী	৪
প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৫-৯
১.১ শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৫
১.২ শতককাব্যের বিবর্তন	৬
১.৩ শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ	৭
১.৪ শতককাব্যের উদ্দেশ্য	৮
১.৫ শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য	৮
১.৬ শতককাব্যের গুরুত্ব	৯
দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা	১০-১২
২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়	১০
২.২ শিক্ষা	১০
২.৩ কর্মজীবন	১১
২.৪ সারস্বত সাধনা	১১

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু ১৩-১৫

৩.১ নব্যভারতশতক ১৩

৩.২ মাতৃশতক ১৪

৩.৩ প্রভাতমঙ্গলশতক ১৪

৩.৪ সুভাষিতোদ্ধারশতক ১৪

৩.৫ চতুর্থীশতক ১৫

৩.৬ ভারতদণ্ডক ১৫

৩.৭ সম্বোধনশতক ১৫

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা ১৬-২২

৪.১ ছন্দো বিশ্লেষণ ১৬

৪.২ অলংকার সমীক্ষা ১৬

৪.৩ রীতি বিচার ১৮

৪.৪ রস বিচার ১৯

৪.৫ ধ্বনি বিচার ২০

৪.৬ অভিরাজসপ্তশতীতে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার ২১

৪.৭ ‘অভিরাজসপ্তশতী’ নামকরণের তাৎপর্য বিচার ২১

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার ২৩-২৪

উপসংহার: ২৫-২৬

তথ্যসূত্র: ২৭-২৮

গ্রন্থপঞ্জি: ২৯-৩৫

রাজেন্দ্র মিশ্র কৃত অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

আচার্য বামন মুক্তক, যুগ্মকাদির প্রয়োগানুসারে কাব্যকে নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।[১] মহাকাব্য প্রভৃতির শ্লোকগুলি পরস্পর সাপেক্ষ হয়। তাই এগুলিকে বলা হয় নিবদ্ধকাব্য বা প্রবন্ধকাব্য। শতককাব্য, কোষকাব্য, অষ্টকাদি পরস্পর নিরপেক্ষ বা মুক্তক শ্লোকের দ্বারা বিন্যস্ত হয়। তাই এগুলিকে বলা হয় অনিবদ্ধকাব্য বা মুক্তককাব্য।

আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের মূলগ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতী* গ্রন্থটি মূলত একটি মুক্তককাব্য-সংকলন। এই সংকলনে ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। কাব্যগুলি যথাক্রমে- *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র বিভিন্ন সময়ে লিখিত তাঁর এই কাব্যগুলিকে একত্রে *অভিরাজসপ্তসতী* নামে সংকলিত করেছেন।

বিষয় নির্বাচনের কারণ: প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃতপ্রেমী তথা সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের স্বল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। মহাকবি ভাস থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতকীয় নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, মধুসূদন সরস্বতী, পন্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রমুখের কাব্য সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তৎপরবর্তীকালেও সংস্কৃত কাব্য ও শাস্ত্রচর্চা অব্যাহত ছিল। স্নাতকোত্তরে কাব্য বিষয়ে পড়ার সময়ে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে জানার অবকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি জিজ্ঞাসা জন্ম নেয়। তার ফলস্বরূপ *অভিরাজসপ্তশতীর* সমীক্ষামূলক গবেষণার সূত্রপাত।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দ, অলংকার, গুণ, রীতি, রস, ধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা এই গবেষণা-প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সামাজিক মূল্য বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। এই গবেষণা-প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক সমাজ কবির অন্যান্য শতককাব্য তথা দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য (মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্য-গীতিকাব্য) সম্বন্ধেও জানতে পারবেন।

শতককাব্য-বিষয়ক পূর্ববর্তী সমীক্ষাকর্ম:

শতককাব্য রচনার ধারা যেহেতু সুপ্রাচীন, তাই স্বাভাবিকভাবেই শতককাব্য অবলম্বনে ইতিপূর্বে অনেক গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়েছে। শতক-সম্বন্ধীয় কয়েকটি গবেষণা-কর্মের উল্লেখ করা হল-

১. Quackenbas, *The Sanskrit Poems of Mayūra*, Columbia University, 1917.

২. Ramamurti K.S, *Śatakas in Sanskrit Literature*, Sri Venkateshwar University Journal, vol.I, 1958

৩. Bhattacharji, Sukumari, *A survey of Śataka Poetry*, Sahitya Akademi Journal, vol. 23, No. 5, 1980

৪. Chakraborty, Aparna, *A Critical Study of Govardhana's Āryāsaptaśatī*, University of Burdwan, 1982

৫. Paraddi, M.B, *Satak in Sanskrit Literature*, Karnataka University, 1983

৬. রাই, নারায়ণ, *গাথাসপ্তশতী অউর বিহারী সতসই: প্রেরণা অউর প্রভাব সাম্য কী দৃষ্টি সে তুলনাত্মক অধ্যয়ন*, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯

৭. মণ্ডল, রণবীর, *হালের গাথাসপ্তশতী: একটি সমীক্ষা*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

৮. মিশ্র, রুদ্রনারায়ণ, *শ্রীজগন্নাথসম্বন্ধানাং শতককাব্যানাং সমীক্ষণম্*, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি, ২০১৬

রাজেন্দ্র মিশ্রের শতককাব্য অবলম্বনে বিশদে কোনো গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য তথা কথাকাব্য বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় কবিকর্মের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে শতকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু সেগুলির আলংকারিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। এই গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর রচিত শতককাব্যগুলির অন্তর্গত নির্বাচিত শতক-সংকলন *অভিরাজসপ্তশতী* সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রবন্ধের অধ্যায় বিভাজন:

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু।

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার।

উপসংহার:

অধ্যায়-ভিত্তিক বিষয়বস্তু:

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: এই অধ্যায়ে শতককাব্যের ধারণা, শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং কোষকাব্যের সঙ্গে শতককাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ, গুরুত্ব তথা প্রাচীন ও অর্বাচীন শতককাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা: এই অধ্যায়ে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন তথা সারস্বত সাধনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু: তৃতীয় অধ্যায়ে অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত *নব্যভারতশতক*, *মাতৃশতক*, *প্রভাতমঙ্গলশতক*, *সুভাষিতোদ্ধারশতক*, *ভারতদণ্ডক* তথা *সম্বোধনশতকের* বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা: এই অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ, রীতি, রস ও ধ্বনি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলোচ্য শতককাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার: এই অধ্যায়ে *অভিরাজসপ্তশতীতে* প্রতিফলিত সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার: এই অংশে আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে প্রাপ্ত বিষয়গুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা: রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত শতককাব্যের সংখ্যা অদ্যাবধি প্রায় ষাটটিরও বেশী। গবেষণার বিষয়কে নাতিদীর্ঘ রাখার জন্য আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে কেবলমাত্র *অভিরাজসপ্তশতী*তে সংকলিত কাব্যগুলি গৃহীত হয়েছে। আলংকারিক সমীক্ষার ক্ষেত্রে কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো, অলংকার, গুণ-রীতি, রস এবং ধ্বনির আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসিদ্ধ মতবাদ, যেমন- ঔচিত্য, বক্রোক্তি প্রভৃতির প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা হয়নি। এছাড়া কাব্যগুলির ব্যাকরণগত ও ভাষাগত মূল্যায়নও করা হয়নি।

গবেষণাপদ্ধতি ও লিখন প্রণালী: তিরুপতি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে *অভিরাজসপ্তশতী* শীর্ষক কাব্যসংকলনটির একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীকালে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের সঙ্গে দূরভাষ মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পন্ন হয় এবং তিনি ডাকযোগে গ্রন্থটির একটি মুদ্রিত কপি পাঠিয়ে দেন।

গ্রন্থে সংকলিত কাব্যগুলির যথাসাধ্য অধ্যয়ন ও অনুশীলন করে সেগুলির কাব্যতাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ছন্দো-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাস কৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের লক্ষণ গৃহীত হয়েছে। কেবল দণ্ডকের লক্ষণ-সঙ্গতির জন্য কেদারভট্ট কৃত *বৃত্তরত্নাকর* গ্রন্থের সহায়তা গৃহীত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথের *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থের লক্ষণানুসারে *অভিরাজসপ্তশতীতে* প্রযুক্ত অলংকার, গুণ, রীতি ও রসের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামগ্রিক বিষয়বস্তুর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণ করে বিভিন্ন শতককাব্যগুলির সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা-প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে ইউনিকোড বাংলা টাইপিং ব্যবহৃত হয়েছে। মূল লেখার ক্ষেত্রে ফন্ট সাইজ ১৪ এবং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১২ ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত লিখনের ক্ষেত্রে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হয়েছে এবং য়, ড়, ঢ় এই বর্ণগুলি বর্জিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধটি MLA Handbook, 8th Edition এর নিয়মানুসারে লিখিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অন্ত্যটীকা ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহৃত হয়নি। তাই এই গবেষণা-প্রবন্ধে সংকেতসূচী দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে 'আধুনিক' বা 'অর্বাচীন' শব্দের দ্বারা বিংশ-একবিংশ শতক পর্যন্ত কালসীমাকে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

শতককাব্য বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি; তা হল একশত বা তার বেশি শ্লোকের দ্বারা নিবদ্ধ মুক্তককাব্য। অর্থাৎ যে পদ্যকাব্যগুলি সর্গাদির দ্বারা বিভক্ত না হয়ে একশত বা ততোধিক মুক্তকে বিন্যস্ত হয়; তাকে শতককাব্য বলে। তবে *অমরুশতকের* প্রাচীন টীকাকার রবিচন্দ্র তাঁর *কামদা* টীকায় শতক বলতে একশত শ্লোকবিশিষ্ট মুক্তককাব্যকেই বুঝিয়েছেন।[২] আবার ডঃ সুশীলকুমার দে'র মতে শতকের অর্থ হল সাধারণত কোনো একজন কবির রচিত ১০০টি মুক্তকের সমন্বয়।[৩] কিন্তু অধিকাংশ শতককাব্যেই শ্লোকসংখ্যার তারতম্য রয়েছে। তাই 'শত' সংখ্যাটি ব্যবহারের তাৎপর্য বিচার করা উচিত। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে 'শত' সংখ্যাটি অনেকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যির মতে পঞ্চ, সপ্ত, শত প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে পবিত্র সংখ্যা বলে ধরা হয়। তাই এই মুক্তককাব্যগুলির শতক, পঞ্চশতী, সপ্তশতী প্রভৃতি নামকরণ করা হয়ে থাকে।

১. ১ শতককাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ: মুক্তক সংকলনের ধারণা অনেক প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদে* বিভিন্ন ঋষি-প্রোক্ত বিভিন্ন সময়ের মন্ত্র ও সূক্তের সমন্বয় রয়েছে। *সামবেদে* কেবল গীতিধর্মী 'ঋক্' সমূহের সংগ্রহ রয়েছে। আবার *অথর্ববেদে ঋক, যজু ও সামবেদের* মন্ত্র সংগৃহীত রয়েছে। নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক শ্লোকের উৎস বৈদিক সাহিত্যের নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক মন্ত্রসমূহ। উপনিষদে বিপুলসংখ্যক মন্ত্রে নৈতিক মূল্যবোধের পরামর্শ রয়েছে। এইরকম বৈদিক সূক্তিগুলি পরবর্তীকালে কোষকাব্যের আকারেও সংকলিত হয়েছে।

মুক্তককাব্য রচনার প্রবণতা কোনো বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র বিষয় নয়। রাজশেখর তাঁর *কাব্যমীমাংসায়* বলেছেন-

মুক্তকে কবযোঽনন্তাঃ সংঘাতে কবয়ঃ শতম্।

মহাপ্রৰন্ধে তু কবিরেকো দ্বৌ বা দুর্লভাস্ত্রয়ঃ*॥[৪]

অর্থাৎ মুক্তক-রচয়িতা অসংখ্য, সংঘাত রচয়িতা প্রায় শতসংখ্যক। মহাপ্রবন্ধ বা মহাকাব্য রচয়িতা কবি এক-দু'জন, তিনজন অতি দুর্লভ।

রাজশেখরের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে *গাহাসত্তসঈ* বা তার পূর্ববর্তীকালে অনেক কবি ছিলেন যারা মুক্তক রচনা করতেন। তাছাড়া *গাহাসত্তসঈ* এ অনেক অখ্যাত কবির মুক্তকের সংকলন এই ধারণাটিকে আরও সুদৃঢ় করে। যদিও *গাহাসত্তসঈ* প্রাকৃত কবিতার সংকলন, তবু তার পূর্ববর্তী সময় ধরে বা তার সমকালে সংস্কৃত মুক্তকও রচিত হয়েছে- একথাও স্বীকার করা যেতে পারে। অতএব, খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক বা তার পূর্ববর্তী সময় ধরে মুক্তককাব্য রচনার প্রবণতা ছিল।

শ্লোকসংখ্যার ভিত্তিতে কাব্যের বা কাব্যাংশের নামকরণও প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। বৈদিক সাহিত্যে (বিশেষ করে উপনিষদে), পুরাণ, মহাকাব্য, বিবিধ দেব-দেবীর স্তুতি, শক্তিবর্ণন, নামকীর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গে পঞ্চক, অষ্টক, দণ্ডক, শতনাম, অষ্টোত্তরশতনাম, সহস্রনাম, অষ্টোত্তরসহস্রনাম প্রভৃতি সংখ্যাভিত্তিক শ্লোকবিন্যাস ও নামকরণের প্রমাণ মেলে। বাল্মীকীয় *রামায়ণে* চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে; তাই *রামায়ণকে চতুর্বিংশতিসাহস্রীসংহিতা* বলা হয় এবং একই নিয়মে বৈয়াসিক *মহাভারত শতসাহস্রীসংহিতা* নামে পরিচিত। হতে পারে, এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুক্তক রচয়িতাগণ শতশ্লোক-সমন্বিত মুক্তককাব্যের নামকরণ করেছেন শতক। অনুরূপভাবে দ্বিশতী, ত্রিশতী, পঞ্চাশতী, সপ্তশতী ইত্যাদি নামকরণ করেছেন।

১. ২ শতককাব্যের বিবর্তন: শতককাব্যের রচনাকাল অনেক বিস্তৃত। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য কাব্যধারার মতো শতককাব্যের ধারা অদ্যাবধি প্রচলিত রয়েছে। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত এই ধারা বিস্তৃত। তাই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক- এই বিস্তৃত কালপরিক্রমায় শতকগুলির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়েছে কি না- তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রেমমূলক বা শৃঙ্গারমূলক, নীতিমূলক ও প্রশস্তিমূলক শতককাব্যগুলি যেমন প্রাচীনকালে রচিত হয়ে এসেছে, আধুনিক কালেও এই ধারা বর্তমান রয়েছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে স্তোত্রমূলক শতকে স্থান পেয়েছে পণ্ডিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমী ব্যক্তিবর্গের প্রশস্তি। সেগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতকীয় কবি ব্রহ্মানন্দ শুক্লার *গান্ধীচরিত,* শ্রীধর ভাস্কর বার্ণেকরের *জবাহরতরঙ্গিনী* বা *ভারতরত্নশতক,* বিংশ শতকীয় কবি রমেশচন্দ্র শুক্লার *ইন্দিরাযশস্তিলক,* জয়রাজ পাণ্ডের *বিবেকশতক* ও *গান্ধীগৌরব,* গঙ্গাধর বিরচিত *ইন্দিরাযশস্তিলক,* রতিনাথ ঝা বিরচিত *মালবীযশতক* (মদনমোহন মালব্যের প্রশস্তি) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কিছু কিছু আধুনিক শতককাব্যে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন তীর্থস্থান, মনোরম পর্যটনক্ষেত্র তথা ভ্রমণকাহিনী। এই শতকগুলিকে বর্ণনামূলক শতককাব্যেরও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মানাংক রচিত *বৃন্দাবনশতক* তীর্থস্থান সম্বন্ধীয় শতককাব্য। বিখ্যাত বৈয়াকরণ তথা আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ দ্বাদশ শতকীয় বোপদেব একটি শতক রচনা করেন, যার নাম *বোপদেববৈদ্যশতক*। এই শতকে আদ্যোপান্ত আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কালের নিয়মেই অন্যান্য ভাষাসাহিত্যের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে বিষয়বস্তু, শব্দ ও শব্দবন্ধ, কাব্যের প্রকার প্রভৃতির পাশাপাশি ছন্দের ব্যবহারেও নবীনতা লাভ করেছে। এই নবীন সংযোজন শতককাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রমোদকুমার নায়ক বিরচিত *দারিদ্র্যশতক* আদ্যোপান্ত গদ্যছন্দে বিন্যস্ত শতককাব্য।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে প্রযুক্ত শব্দালংকার ও অর্থালংকারের ভাণ্ডার বহুব্যাপক ও সর্বপ্রাচীন। সংস্কৃত শতককাব্যে প্রায় সমস্ত রকমের শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। বিভিন্ন শতককাব্যে যমকানুপ্রাসাদি শব্দালংকার তথা উপমা প্রভৃতি অর্থালংকারের বহুল প্রয়োগ রয়েছে। হাল সংকলিত *গাহাসত্তসঈ* শতককাব্যেই সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রায় সমস্ত রকমের অর্থালংকার দেখা যায়। আধুনিক শতককাব্যে নবীন কোনো অলংকারের ধারণা পাওয়া যায় না।

১. ৩ শতককাব্যের শ্রেণীবিভাগ: প্রাচীন শতকগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত- প্রেমমূলক বা শৃঙ্গারমূলক, স্তোত্রমূলক ও নীতিমূলক। পরবর্তীকালে শতককাব্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেগুলিকে এই তিনটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন শতকগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে-

(ক) নীতি উপদেশমূলক শতক (Didactic)

(খ) প্রেমমূলক শতক (Erotic)

(গ) স্তোত্রমূলক শতক (Panegyric)

(ঘ) বর্ণনামূলক শতক (Narrative)

(ঙ) অন্যান্য (Miscellaneous)

১. ৪ শতককাব্যের উদ্দেশ্য: বিদ্বত্ সমাজে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে- *শতশ্লোকেন পণ্ডিতঃ*। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি একশত বা ততোধিক শ্লোক রচনা করেন; তাহলে তিনি বিদগ্ধদের দ্বারা পণ্ডিত আখ্যা লাভ করে থাকেন। সেই কারণে হয়ত মুক্তককারগণ পরস্পর নিরপেক্ষ একশত শ্লোক সন্নিবেশিত করতেন। গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কথা ও আখ্যায়িকার থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় রচনা কথানিকা যেমন পাঠকগণের মনোরঞ্জন করে, তেমনি পদ্যকাব্যের অন্তর্গত মহাকাব্য তথা খণ্ডকাব্যের তুলনায় ক্ষুদ্রকায় অথচ চমৎকারজনক রচনা মুক্তক বা শতককাব্য পাঠক চিত্তে আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটায়, বুদ্ধিকে চমৎকৃত করে। তাই কবিগণ হয়ত মুক্তকশ্লোকগুলিকে একত্র সন্নিবেশিত করে শতককাব্য রচনা করতেন।

আধুনিক কালে এই ক্ষুদ্রকায় রচনার ও পাঠের প্রবণতা অনেক বেশি। যার ফলে দেশীয় ও বিদেশী ভাষাসাহিত্যের অনুরূপ সংস্কৃত সাহিত্যেও ছোট ছোট কবিতার সংকলন বর্তমান সময়ে অনেক বেশি দেখা যায়।

১. ৫ শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য: শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে দেখানো যেতে পারে-

(ক) শতককাব্যের বর্ণনীয় বা উপজীব্য বিষয়ের ক্ষেত্র বহুব্যাপক।

(খ) শতককাব্যের প্রতিটি শ্লোকে ভাবের দ্যোতনা অনেকটাই বিস্তৃত ও সুগভীর।

(গ) শতককাব্যের শ্লোকগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র হয়।

(ঘ) শতককাব্যের সর্গাদির বিভাগ কবির স্বেচ্ছাধীন।

(ঙ) শতককাব্য ব্রজ্যাক্রমে বিন্যস্ত হতে পারে, আবার নাও পারে।

(চ) শতককাব্যের রস হয় শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত। কিছু আধুনিক শতকে করুণ, হাস্য, অদ্ভুত প্রভৃতি রসও দেখা যায়।

(ছ) একক কবির রচনা। তাই আদ্যেপান্ত বিষয় ও বিন্যাসের (শব্দচয়ণ, গুণ-রীতি, ছন্দের) মধ্যে সাম্য থাকে।

১. ৬ শতককাব্যের গুরুত্ব: শতককাব্যের গুরুত্ব পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সংস্কৃত আলংকারিকগণ শতককাব্য বা মুক্তককাব্যকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেবিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

অষ্টম শতকীয় আলংকারিক আচার্য বামন মুক্তক প্রসঙ্গে বলেছেন একক তৈজস পরমাণু যেমন নিরবচ্ছিন্ন স্ফুলিংগের প্রকাশ ঘটাতে পারে না, তেমনই একক মুক্তকগুলিও উৎকৃষ্ট কাব্যের চারুত্ব সৃষ্টি করতে পারে না।[৫] রাজশেখরও মুক্তক রচয়িতাগণকে প্রবন্ধকাব্য বা মহাকাব্য রচয়িতাগণের সমমর্যাদা দিতে চাননি। নবম শতকীয় কবি তথা আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধন কিন্তু মুক্তককারদেরকে গুরুত্বসহকারেই দেখেছেন।

মুক্তককারগণকে সংযতভাবে শব্দের ব্যবহার করতে হয়। শব্দের পরিমিত আধারে ভাবকে পরিপূর্ণ ও রসসিক্ত করে প্রকাশ করতে হয়। তাই *সভারঞ্জনশতকে* শোভন উক্তিময় মুক্তকের গুরুত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে-

শাস্ত্রেষু দুর্গহোঽপ্যর্থঃ স্বদতে কবিসূক্তিষু।

দৃশ্যং করগতং রত্নং দারুণং ফণিমূর্ধণি॥[৬]

অর্থাৎ সর্পের মস্তকস্থিত দুষ্প্রাপ্য মণি লাভের মতোই বিবিধ শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়কে আস্বাদযোগ্য করে তোলে সূক্তিসমূহ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাঁদের গ্রন্থে প্রসঙ্গ বিশেষে বিভিন্ন শতকের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। আনন্দবর্ধন, মম্মট, উদ্ভট, বিশ্বনাথ, ভোজরাজ, বামন প্রমুখ আলংকারিকের গ্রন্থে বিবিধ শতককাব্যের শ্লোক পাওয়া যায়। এ থেকে মুক্তককাব্যের চমৎকারিত্ব ও কাব্যিক সৌন্দর্য অনুমেয়। সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাঁদের কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বল্প পরিসরে কাব্যকে বিশেষিত করার জন্য বিভিন্ন মুক্তশ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

মুক্তক হয়ত আয়তনের দিক থেকে বিরাটত্বের দাবী রাখতে পারে না, কিন্তু অনুভূতির বিশালতা রয়েছে তার মধ্যে। বিশেষ করে শৃঙ্গারমূলক শতককাব্যে শব্দের পরিমিত আধারে মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কবি রাজেন্দ্র মিশ্র: ব্যক্তিত্ব ও সারস্বত সাধনা

একবিংশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যে রাজেন্দ্র মিশ্র একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র একাধারে দৃশ্য-শ্রব্যকাব্যকার, গীতিকার তথা কাব্য সমালোচক। সংস্কৃত, হিন্দী এবং ভোজপুরি এই তিন ভাষাতেই কবি নিজস্ব কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁকে *ত্রিবেণী কবি* বলা হয়।

২.১ জন্ম ও বংশ পরিচয়: শৈক্ষণিক প্রমাণপত্র অনুসারে কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের জন্ম ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী শনিবার। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের দ্রোণীপুর নামক গ্রামে। কিন্তু একটি সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম পৌষের কৃষ্ণা চতুর্থী শনিবার, সংবত্ ১৯৯৯ অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর।

কবির পিতা দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র ও মাতা অভিরাজী দেবী। দুর্গাপ্রসাদ মিশ্রের অপর দুই পুত্র দেবেন্দ্রনাথ মিশ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র। এদের মধ্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র মধ্যম। কবি তাঁর জননী অভিরাজীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা বশত নিজের নামের সঙ্গে *অভিরাজ* উপনাম (*অভিতো রাজতে ইতি অভিরাজঃ*) ব্যবহার করেন। তাই কবি *অভিরাজ রাজেন্দ্র মিশ্র* নামে খ্যাত (মিশ্রোঽভিরাজরাজেন্দ্রঃ)।

২.২ শিক্ষা: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের শিক্ষা শুরু হয় পিতামহ পণ্ডিত রামানন্দ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে। পারিবারিক শিক্ষা পদ্ধতিতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর স্থানীয় দ্রোণীপুরের মাধ্যমিক স্তরীয় বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের উপদেশে রাজেন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর (প্রথম শ্রেণী, প্রথম স্থান) উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পিতৃব্য আদ্যাপ্রসাদ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে *'অন্যোক্তি-সাহিত্য কা উদ্ভব এবং বিকাস'* শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ্. ডি. (ডি. ফিল্) উপাধি লাভ করেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধি লাভ করেন। এছাড়া ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্র মিশ্রকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি প্রদান করে।

২.৩ কর্মজীবন: রাজেন্দ্র মিশ্র পিএইচ্. ডি উপাধি লাভ করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুন পর্যন্ত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের রীডার (বিভাগীয় প্রধান) পদ অলংকৃত করেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ার উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রোফেসর পদে নিযুক্ত হন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী হিমাচল প্রদেশের শিমলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর পর কবি সারস্বত সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এগুলি ছাড়াও রাজেন্দ্র মিশ্র *কেন্দ্রীয় সংস্কৃত পরিষদ, মানব সংসাধন বিকাশ মন্ত্রালয়, নিউ দিল্লী* (Human Resource Development Ministry), *বাদরায়ণ বেদব্যাস রাষ্ট্রপতি সম্মাননা সমিতি* প্রভৃতির সদস্য পদ অলংকৃত করেন।

২.৪ সারস্বত সাধনা: রাজেন্দ্র মিশ্র সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমস্ত ধারার কাব্যরচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য (গীতিকাব্য, দূতকাব্য, শতককাব্য, স্তোত্রকাব্য), রূপক (নাটিকা, একাংক রূপক, নাটক), গদ্যকাব্য (কথা, আখ্যায়িকা, কথানিকা ইত্যাদি) প্রভৃতি কাব্যরচনার মাধ্যমে তিনি বিদ্বত্ সমাজে বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন। তাছাড়া তিনি গবেষণাকার্যে এবং গবেষণার তত্ত্বাবধানেও ভাবয়িত্রী প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের দৃশ্য-শ্রব্য কাব্যগুলিতে স্থান পেয়েছে স্বদেশ-প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি। তিনি একাধারে যেমন ভারতীয় সংস্কারের প্রশংসা করেছেন, ভৎর্সনা করেছেন স্বেচ্ছাচারিতার, অন্যদিকে আবার কুসংস্কারের নিন্দাও করেছেন। তাই তার কাব্যে পূর্ণযৌবনা বিধবা নারী সমাজ ও পরিবারের মতের তোয়াক্কা না করে প্রিয় মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারে। তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে পণপ্রথা, সদ্যজাত পরিত্যাগ, মানুষের আর্থিক দুরবস্থা, বর্ণবৈষম্য, রাজনৈতিক দুর্দশা প্রভৃতি সমসাময়িক সমস্যাগুলি। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর বিভিন্ন গীতিকাব্যে ঋতুভেদে প্রকৃতিরাজ্যের বিবিধ পরিবর্তনের মনোগ্রাহী চিত্র এঁকেছেন।

এছাড়াও স্বদেশ, বিবিধ দেব-দেবী এবং প্রণম্য ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি রচিত হয়েছে গীতিকাব্যগুলিতে।

রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর পদ্যকাব্যে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছন্দোগুলির পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাসাহিত্যে প্রযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে গজল, কজরী, কব্বালী বা কাবালী, ঘনাক্ষরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর বিষয়বস্তু

অভিরাজসপ্তশতীতে ছয়টি শতককাব্য ও একটি দণ্ডক রয়েছে। শতকগুলি হল *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক, ভারতদণ্ডক* এবং *সম্বোধনশতক*। কাব্যগুলির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

৩.১ নব্যভারতশতক: *নব্যভারতশতকের* প্রধান বিষয়বস্তু হল বর্তমান ভারতের নৈতিক অধঃপতন প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি। কবি একাধারে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভারতের খ্যাতকীর্তি সূর্য-চন্দ্রবংশীয়, শিশুনাগ, মৌর্য, শুঙ্গ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি রাজন্যবর্গের উল্লেখ করেছেন। তারপর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি যথা দাস, খিলজী, তুঘলক, লোদী, মুঘল, আফগান, ইংরেজ, ফ্রান্স প্রভৃতির ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলেছেন। ধীরে ধীরে এই বৈদেশিক শক্তিগুলির শাসন-শোষণে ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, মঙ্গল পাণ্ডে, ভক্তসিংহ, চন্দ্রশেখর, রাজগুরু, সুখদেব, আশফাকুল্লা, বিসমিল, রোশন সিংহ, ক্ষুদিরাম, যতীন্দ্রনাথ এঁরা দেশের জন্য জীবনোৎসর্গ করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। আজ আমরা দেশের প্রতি নিজের কর্তব্য ভুলে গেছি।

কবি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের শঠতা, ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি অত্যধিক লোভ, হিংসাবৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রভৃতির দৃপ্তকণ্ঠে নিন্দা করেছেন। কবির মতে বর্তমান ভারতে কোনো রাজনৈতিক দলই সাম্যবাদী নয়। শুধু নির্বাচনে জয় লাভের জন্য সংখ্যালঘু মানুষের সেবা করে জনকল্যাণের অভিনয় করে।[৭] জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষেরা দুশ্চরিত্র নেতাদেরকে সমর্থন করে চলেছে।

কবি আক্ষেপ করে বলেছেন আমরা প্রাচীন ভারতের রাষ্টপরিচালনার নীতির গুরুত্ব ভুলে গেছি। রামায়ণ, মহাভারত, চাণক্যনীতি তথা ভারতের মহান শাসকবর্গের মহিমা আজ উপেক্ষিত। রাজেন্দ্র মিশ্রের মতে রাষ্ট্র কেবল সৈন্য ও নেতৃমণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত হয় না, বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়।[৮]

বর্তমান সমাজে মানুষের নৈতিক অধঃপতন সম্বন্ধে রাজেন্দ্র মিশ্র বলেছেন এই যুগের মানুষ বঞ্চনা, কার্পণ্য, শাঠ্য, লোভ প্রভৃতির দ্বারা আসক্ত। তারা কেবল জীবনধারণ করে থাকে, জীবনের কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই তাদের। সত্যের প্রতি মানুষের রুচি নেই, প্রেমে নিষ্ঠা নেই,

মনোবৃত্তিতে সারল্য নেই, অনুগতের প্রতি বিশ্বাস নেই। সুহৃদের প্রতি সদ্ব্যবহার নেই, গৌরবে বিনয়ভাব নেই, শুচিতা নেই, পরিত্যজ্য বস্তুর ব্যবহারে কদর্যতা নেই অর্থাৎ পরিত্যজ্য বস্তুর প্রতিই মানুষের আসক্তি বেশি।

৩.২ মাতৃশতক: এই শতকে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র তাঁর মাতা অভিরাজী দেবীর মহিমা কীর্তন করেছেন ও তৎসঙ্গে ভারতীয় সভ্যতায় পূজ্য মাতৃমণ্ডলেরও স্তুতি করেছেন।

মাতৃশতক থেকে জানা যায় যে, কবির আড়াই বছর বয়সে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্র মিশ্রের অনুজ সুরেন্দ্র বিকলাঙ্গ ছিলেন। স্বামীর অবর্তমানে সংসারের দায়িত্ব ও তিন সন্তানের পালন পোষণ যথাযথ সম্পন্ন করেন অভিরাজী দেবী। তাই কবি স্বীয় মাতাকে তপস্বীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৩.৩ প্রভাতমঙ্গলশতক: ১০৪ টি শ্লোকে নিবদ্ধ *প্রভাতমঙ্গলশতকে* প্রমুখ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোকে কবি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রশস্তিপূর্বক সুপ্রভাত প্রার্থনা করেছেন।

প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদির রীতি সুপ্রাচীন। ভারতের ধর্মীয় জীবনচর্যার এক সুপরিচিত ও অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হল প্রভাতকালীন ইষ্টবন্দনা বা প্রাতঃস্মরণ। বেদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র তথা অর্বাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে প্রাতঃস্মরণ পূর্বক দিনের শুভারম্ভ করার উপদেশ ও নিয়ম কথিত আছে। এই শতককাব্যেও প্রাতঃকালীন বন্দনা সূচিত হয়েছে। এখানে প্রমুখ দেবতা, মাতৃভূমি, ভারতের বিবিধ নগরী, ক্রান্তদর্শী ঋষিসমূহের মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে।

৩.৪ সুভাষিতোদ্ধারশতক: ১০২ টি শ্লোকে নিবদ্ধ *সুভাষিতোদ্ধারশতক* সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপর রচিত নয়। কবি রাজেন্দ্র মিশ্র শতকটির শুরুতেই জানিয়েছেন-

যুগৰোধং সমাদৃত্য প্রত্নসূক্তিসমীক্ষিতাঃ।

পুনরেবং বিলিখ্যন্তে সূক্তযো নবদর্শনাঃ॥[৯]

অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত, লোকমুখে প্রচারিত প্রাচীন সূক্তিগুলিকে কবি সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লিখেছেন। শ্লোকগুলির উৎস প্রাচীন সূক্তি হলেও যেহেতু বিন্যাস ও বিষয়বস্তু কবির নবীন চিন্তাপ্রসূত, তাই একে কোষকাব্য বলা যায় না।

৩.৫ চতুর্থীশতক: *অভিরাজসপ্তশতী* শতকসমুচ্চয়ের অন্তর্গত পঞ্চম শতককাব্য হল *চতুর্থীশতক*। পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'নমস্' শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। আলোচ্য শতককাব্যে নমস্কারাত্মক ভঙ্গিতে খল, দুশ্চরিত্রের নিন্দা করা হয়েছে। তাই আলোচ্য শতককাব্যের নাম *চতুর্থীশতক*।

কবি মনে করেন যে, দেববাণীর পূজা, অর্চনার জন্য গোবিন্দ তাঁকে নীরোগ রেখেছেন। তাই মঙ্গলাচরণে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র দেববাণীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়েছেন। তারপর বিষয়ে প্রবেশ করেছেন।

দুর্জনের বিদ্যা লাভের বিফলতা, বাগ্মিতার অভাব, ধর্মের ভেকধারী দুষ্ট ব্যক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অহেতুক ভাগ্যের দোষান্বেষণ, অক্ষমের পরশ্রীকাতরতা, স্বজনের প্রতি বৈরীভাব, দুর্জন জ্ঞাতি, স্বার্থের লোভে বন্ধুর প্রতি শত্রুভাব প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোক এই শতককাব্যে পাওয়া যায়।

৩.৬ ভারতদণ্ডক: এই কাব্যটি দণ্ডক ছন্দে বিন্যস্ত। এখানে ৮টি পদ্যভাগ রয়েছে। ভারত, ভারতীয় সংস্কৃতি, জ্ঞানসাধনা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, মহামানব, রাজন্যবর্গ, ঋষি প্রভৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতকে কবি বার বার প্রণতি জানিয়েছেন।

প্রথম পদ্যে কবি সংস্কৃত ভাষার প্রশস্তি করেছেন। দ্বিতীয় পদ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, কাব্যচর্চা, জীনবচর্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পদ্যে রন্তিদেব, হরিশ্চন্দ্র, শিবি, রামচন্দ্র, অম্বরীষ, নৃগ, রঘু, সুহোত্র, অজমীঢ়, গয় প্রমুখ আদর্শের প্রতিমূর্তি রাজব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ পদ্যে ভারতের ঋতুবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম পদ্যে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও নদ-নদীর কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ্যাংশে ভারতবর্ষের ভাষাবৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে। সপ্তম পদ্যে কবি ভারতের জাতীয়তাবোধ, পররাষ্ট্রনীতি ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। অষ্টম তথা অন্তিম পদ্যে কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সরস্বতীর জয়গানপূর্বক স্বীয় ব্যাক্তিজীবনের সামান্য উল্লেখ করেছেন।

৩.৭ সম্বোধনশতক: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত এই শতকে ১০০টি শ্লোক রয়েছে। এই শতককাব্যে কবি মানব-মনের বিভিন্ন অনুভূতি তথা অবস্থার উল্লেখ করেছেন। সুখ, দুঃখ, হৃদস্পন্দন, ভাগ্য, মৃত্যু প্রভৃতির কখনও প্রশংসা, কখনও বা নিন্দার মাধ্যমে মানুষের আন্তরিক দৈন্যতা নিবারণের চেষ্টা করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও পর্বতের অক্ষততা, কটুতা সত্ত্বেও নিম বৃক্ষের গুরুত্ব, সমাজে দোষদর্শী ব্যক্তির উপযোগিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে এই কাব্যে বলা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যতাত্ত্বিক সমীক্ষা

৪.১ ছন্দো বিশ্লেষণ: আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রযুক্ত ছন্দো-সমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আচার্য গঙ্গাদাস কৃত *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের ছন্দোলক্ষণগুলিকে ছন্দোনির্ণায়ক সূত্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে। লঘুবর্ণ ও গুরুবর্ণ নির্দেশের জন্য যথাক্রমে 'I' ও 'S' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কেদারভট্টের *বৃত্তরত্নাকর* থেকে দণ্ডক ছন্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীর কাব্যভিত্তিক ছন্দো-বিশ্লেষণ:

নব্যভারতশতক: অনুষ্টুভ।

মাতৃশতক: বসন্ততিলক (শ্লোক নং ১-৫), দ্রুতবিলম্বিত (শ্লোক নং ৬, ৭), অনুষ্টুভ (শ্লোক নং ৮-১০১), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ১০২, ১০৩)।

প্রভাতমঙ্গলশতক: বসন্ততিলক (শ্লোক নং ১-১০০), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ১০১), অনুষ্টুভ (শ্লোক নং ১০২-১০৪)।

সুভাষিতোদ্ধারশতক: অনুষ্টুভ।

চতুর্থীশতক: অনুষ্টুভ।

ভারতদণ্ডক: দণ্ডক।

সম্বোধনশতক: উপজাতি (শ্লোক নং ১-১২, ১৭-২১, ২৫, ২৮, ৫৯-৬২, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭১, ৯২), উপেন্দ্রবজ্রা (শ্লোক নং ১৩-১৬, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ৪৮, ৫৩-৫৫, ৫৮, ৬৯, ৯৯), দ্রুতবিলম্বিত (শ্লোক নং ৪৯, ৭৪), বংশস্থবিল (শ্লোক নং ২৪, ৪৬, ৪৭, ৬৫, ৬৬, ৮৬-৯১), ভুজঙ্গপ্রয়াত (শ্লোক নং ২৯, ৪০), তোটক (শ্লোক নং ৪১-৪৫, ৭২, ৭৩), বসন্ততিলক (শ্লোক নং ৫০-৫২, ৫৬, ৫৭), মালিনী (শ্লোক নং ৮০, ৮১), শার্দূলবিক্রীড়িত (শ্লোক নং ৯৪, ৯৫), শিখরিণী (শ্লোক নং ৯৬-৯৮)

৪.২ অলংকার নির্ণয়: *অভিরাজসপ্তসতীর* অন্তর্গত শতকগুলিতে শব্দালংকার প্রয়োগে বৈচিত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যমকাদির প্রয়োগ দেখা যায় না, অনুপ্রাসের প্রয়োগ রয়েছে। তবে বিবিধ অর্থালংকারের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। অর্থালংকারগুলি হল উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, অর্থান্তরন্যাস, বিরোধাভাস, কাব্যলিঙ্গ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অতিশয়োক্তি,

অপ্রস্তুতপ্রশংসা, উল্লেখ, উদাত্ত, বিষম, ব্যাজস্তুতি, অর্থাপত্তি, স্বভাবোক্তি, পরিসংখ্যা, অনুকূল প্রভৃতি।

আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধে আচার্য বিশ্বনাথ কৃত *সাহিত্যদর্পণ* অনুসারে অলংকার নির্ণয় করা হয়েছে। *সম্বোধনশতকে* একটি উপমা অলংকারের উদাহরণ-

উপচ্ছন্দযত্যেণবৃন্দং বধার্থং যথা লুব্ধকো বেণুনাদৈর্নিতান্তম্।
তথা মানবান্ মূঢবুদ্ধীন্ মুমূর্ষূন্ অলম্মোহযস্যদ্য বিজ্ঞান! নিত্যম্॥[১০]

অর্থাৎ ব্যাধ যেমন বধের জন্য হরিণকে বেণুনাদের দ্বারা মোহিত করে, তেমন বিজ্ঞানও স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে মোহগ্রস্ত করে।

আচার্য বিশ্বনাথ উপমার লক্ষণ করেছেন- *সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ*।[১১] একটি বাক্যে দুটি পদার্থের অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের বিরুদ্ধধর্ম-রহিত এবং ইবাদি সাম্যবাচক শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত সাম্যই হল উপমা অলংকার।

আলোচ্য শ্লোকে উপমানবস্তু হল 'লুব্ধক', উপমেয় 'বিজ্ঞান', সাধারণ ধর্ম 'মোহগ্রস্ততা' এবং ঔপম্যবাচি শব্দ 'যথা'। এখানে বিজ্ঞানের দ্বারা স্বল্পবুদ্ধি মানুষকে মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত করা এবং ব্যাধের দ্বারা হরিণকে মোহাচ্ছন্ন করা- এই উভয় বস্তুর মধ্যে অবৈধর্ম সাধিত হয়েছে। অতএব এখানে উপমা অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে।

বিশ্বনাথ উপমার মূলত দুটি ভাগ করেছেন। যথা- পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমা। যে উপমা অলংকারে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং ঔপম্যবাচি শব্দ- এই চারটি উপাদানই বাচ্যার্থের দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাকে বলে পূর্ণোপমা। চারটির কোনো একটি, দুটি বা তিনটি উপাদানের অনুল্লেখে হয় লুপ্তোপমা।[১২]

অভিরাজসপ্তশতীর অন্তর্গত উপর্যুক্ত শ্লোকে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ বিদ্যমান। তাই এটি একটি পূর্ণোপমা অলংকার।

শ্রৌতী ও আর্থীভেদে পূর্ণোপমা ও লুপ্তোপমা এই উভয় অলংকার দুভাগে বিভক্ত। যেখানে যথা, ইব, বা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎরূপে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধ নির্দেশিত হয়, তাকে বলে শ্রৌতী উপমা। যখন অর্থানুসন্ধানের দ্বারা এই সম্বন্ধ বুঝতে হয়, তখন হয় আর্থী উপমা।[১৩]

আলোচ্য শ্লোকে বাচ্যার্থের দ্বারাই উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য স্থাপিত হয়েছে। তাই এটি শ্রৌতী পূর্ণোপমা।

শ্রৌতী ও আর্থী উপমা আবার তিন প্রকার, যথা- তদ্ধিতগত সমাসগত ও বাক্যগত। যেখানে ইবাদি শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, তাকে বলে তদ্ধিতগত। ইবাদিপদ সমাসযুক্ত হলে তাকে বলে সমাসগত এবং যেখানে বাক্যের দ্বারাই উপমা হয়, তাকে বলে বাক্যগত উপমা।

এই শ্লোকে উপমেয় ও উপমানের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক 'যথা' পদটির সঙ্গে প্রত্যয় বা সমাস যুক্ত হয়নি। বাক্যের দ্বারা ঔপম্যটি সাধিত হয়েছে। তাই এটি বাক্যগত উপমা। অর্থাৎ আলোচ্য শ্লোকে বাক্যগত শ্রৌতী পূর্ণোপমা অলংকার হয়েছে।

৪.৩ রীতিবিচার: *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে সর্বাধিক প্রসাদগুণ প্রযুক্ত হয়েছে। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* ওজোগুণের আধিক্য দেখা যায়। এছাড়া সাতটি কাব্যেই স্বল্প-বিস্তর মাধুর্যগুণ রয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে উপজীব্য কাব্যগুলির ক্ষেত্রে মাধুর্য, ওজো ও প্রসাদগুণ নির্ণয়ের মাধ্যমে রীতি-সমীক্ষা করা হয়েছে। বিশ্বনাথ স্বীকৃত বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী এই চারটি রীতির ভিত্তিতে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত কাব্যগুলির রীতি-বিচার করা হয়েছে।

মাধুর্যগুণের উদাহরণ:

বসন্তি রাত্রৌ সসুখং কুলায়ে প্রিয়াদ্বিতীয়া জনযন্তি শাবান্।

বকাঃ কৃতঘ্নাঃ স্বপুরীষপুঞ্জৈঃ দহন্তি যস্ত্বাং বট! তেন দূয়ে॥[১৪]

মাধুর্যব্যঞ্জক বর্ণের সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেছেন- এখানে ট, ঠ, ড এবং ঢ এই মূর্ধা বর্ণগুলি থাকে না। বর্গের অন্যান্য বর্ণগুলি অন্তিম বা অনুনাসিক (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়। র ও ণ বর্ণ লঘু হয়। মাধুর্যগুণ সমাসহীন বা স্বল্পসমাসযুক্ত হয়, এখানে দীর্ঘসমাস থাকে না।[১৫]

উদ্ধৃত শ্লোকে 'বসন্তি', 'জনযন্তি' এবং 'দহন্তি' পদের ত-কারগুলি বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-কারে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'পুঞ্জৈঃ' পদে চ-বর্গের অন্তিম বর্ণ ঞ-কারের সঙ্গে জ-কার যুক্ত হয়েছে। এখানে স্বল্প সমাস রয়েছে। অতএব শ্লোকটি মাধুর্যগুণব্যঞ্জক।

বৈদর্ভী রীতির উদাহরণ:

নহি বিরঞ্চিপদং ন শিবাস্পদং ন চ মুকুন্দপদং তপসা বৃণে।

ননু বৃণে পরমাস্পদমঞ্জসা যদি তু মাতুরদোঽদ্রিভুবোঽথবা॥[১৬]

নিরন্তরং পীহু পীহু প্রকামং উচ্চৈ রটন্ চাতক! যদ্ বিভাসি।

স্যাত্তেন সিদ্ধিস্তব কাপ্যভীষ্টা ন বাঽথবা কিন্তু পরং ব্রতন্তে॥[১৭]

আচার্য বিশ্বনাথের মতে মাধুর্যগুণব্যঞ্জক বর্ণসমন্বিত, সমাসহীন বা অল্পসমাসযুক্ত ললিতাত্মক রচনাই হল বৈদর্ভী রীতি-

মাধুর্যব্যঞ্জকৈর্বর্ণৈঃ রচনা ললিতাত্মিকা।

আবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে॥[১৮]

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে দীর্ঘ সমাসের বাহুল্য নেই। মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দ, কোমল পদাবলী রয়েছে। তাই এই শ্লোকগুলি বৈদর্ভী রীতি সমন্বিত।

৪.৪ রসবিচার: *অভিরাজসপ্তশতীর* মুখ্যরস হল শান্তরস। এছাড়া বীর, হাস্য, করুণ ও অদ্ভুতরস রয়েছে। বীররসের উদাহরণ দেওয়া হল-

লাঙ্গুলবদ্ধগিরিখণ্ডচলৎপ্রহারৈর্লংকাকলংকবিকলাং বিধুরাং প্রকুর্বন্।

স্কন্ধাধিরোপিতসলক্ষ্মণরাঘবেন্দ্রঃ প্রাভঞ্জনির্দিশতু মে নবসুপ্রভাতম্॥

উল্লঙ্ঘ্য নক্রমকরোল্লসিতং পয়োধিং সঞ্চূর্ণ্য গোপুরগবাক্ষবিটংকমালাম্।

রামায দীয়ত ইতি প্রদহন্ বচোভির্লংকাং তনোতু কপিরাট্ সুখসুপ্রভাতম্॥[১৯]

বিশ্বনাথ প্রদত্ত বীররসের লক্ষণ-

উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ।

মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽযং সমুদাহৃতঃ॥

আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদযো মতাঃ।

অনুভাবাস্তু তত্র স্যুঃ সহাযান্বেষণাদযঃ॥

সঞ্চারিণস্তু ধৃতির্মতিগর্বস্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ।

স চ দানধর্মযুদ্ধৈর্দযযা চ সমন্বিতশ্চতুর্ধা স্যাত্॥[২০]

বীররস হল উত্তম প্রকৃতির। এর স্থায়িভাব উৎসাহ, দেবতা মহেন্দ্র, বর্ণ স্বর্ণবর্ণ। বীররসের আলম্বন বিভাব হল বিজেতব্য প্রভৃতি। বিজেতব্য প্রভৃতির চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। সহায়, অন্বেষণ প্রভৃতি এর অনুভাব। স্মৃতি, তর্ক, রোমাঞ্চ এগুলি হল সঞ্চারিভাব।

প্রভাতমঙ্গলশতকের শ্লোকগুলিতে সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের সমন্বয় সাধনের জন্য হনুমানের বিবিধ চেষ্টা, সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কায় পরাক্রম, স্বস্কন্ধে রামচন্দ্র ও লক্ষণকে ধারণ প্রভৃতির দ্বারা বীররস অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

৪.৫ ধ্বনি বিচার: কবি রাজেন্দ্র মিশ্রের *অভিরাজসপ্তশতীর* অনেক শ্লোকে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। রাজেন্দ্র মিশ্র বর্তমান সময়ের অরাজকতাকে বার বার তিরস্কার করেছেন। তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। তাই আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেছেন-

কথং যুধ্যতি ধর্মেন্দ্র কথং হসতি মালিনী।

দিলীপস্তু কথং বক্তি কথং নৃত্যতি হেলনা॥[২১]

আলোচ্য শ্লোকের বাচ্যার্থ হল ধর্ম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, কী করে মালিনী (পুষ্প বিশেষ) হাসবে (আন্দোলিত হবে)। দিলীপের সুখ্যাতি কে কীর্তন করবে, কী করেই বা জ্যোৎস্না আলো ছড়াবে।

এখানে কবির মূল বিবক্ষা হল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দুর্নীতির নিন্দা করা। ধর্মের প্রতিষ্ঠা, পুষ্পের নৃত্য, দিলীপের গুণকীর্তন এবং জ্যোৎস্নার বিস্তার এইসব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে প্রতীয়মানার্থ বর্তমান রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার প্রতিভাত হয়েছে। এখানে বিবক্ষিত বাচ্যকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রধানরূপে অন্য এক অর্থ দ্যোতিত হয়েছে।

আলোচ্য শ্লোকেও মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে ব্যঞ্জনার দ্বারা অন্য একটি অর্থের দ্যোতনা ঘটেছে। তাই এখানে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি হয়েছে। আবার বাচ্যার্থের অর্থোপলব্ধির পরেই ক্রমান্বয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়েছে। তাই এখানে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। অতএব আলোচ্য শ্লোকে সংলক্ষ্যক্রম বিবক্ষিতান্যপরব্যঙ্গধ্বনি হয়েছে।

৪.৬ অভিরাজসপ্তশতীতে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচার: আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়ে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত শতককাব্যগুলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শতককাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটি শ্লোক মুক্তক হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুক্তককাব্যে যুগ্মক, সন্দানিতকাদি প্রবন্ধশ্লোক থাকে না। কিন্তু *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত একাধিক শতককাব্যে যুগ্মক প্রভৃতি শ্লোক রয়েছে। যেমন- *নব্যভারতশতকের* শ্লোক নং ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত শ্লোকগুলি পরস্পর সাপেক্ষ। এখানে পাঁচটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কুলক হয়েছে। এছাড়া এই শতককাব্যের ১৩নং ও ১৪ নং শ্লোকের সমন্বয়ে যুগ্মক হয়েছে। *মাতৃশতকের* ২০নং থেকে ২৩নং শ্লোকে এবং ৪০নং থেকে ৪৩নং শ্লোকে উভয় ক্ষেত্রেই চারটি প্রবন্ধশ্লোকের সমন্বয়ে কলাপক হয়েছে।

অভিরাজসপ্তশতীর এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই শতককাব্যের বৈশিষ্ট্য-বিরুদ্ধ। কারণ শতককাব্যে বা মুক্তককাব্যে প্রবন্ধশ্লোক থাকে না।

শতককাব্য সাধারণত সর্গাদির দ্বারা বিন্যস্ত হয় না। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিকে কোনো বর্গাদি বিভাগের দ্বারা বিন্যস্ত করা হয়নি। যেহেতু মুক্তককাব্যের পরিচ্ছেদাদি বিভাগ কবির স্বেচ্ছাধীন, তাই এক্ষেত্রে শতককাব্যের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ হয়নি।

একেকটি শতককাব্য সাধারণত একক রসের দ্বারা নিবদ্ধ হয়ে থাকে। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কোনো কোনো শতকে একাধিক রসের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- *নব্যভারতশতকে* অদ্ভুত, শান্ত ও করুণরসের প্রয়োগ দেখা যায়। *মাতৃশতকে* শান্ত ও করুণরসের প্রয়োগ দেখা যায়। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* শান্ত, বীর ও অদ্ভুতরসের প্রয়োগ রয়েছে। *ভারতদণ্ডক* কেবল শান্তরসের দ্বারাই বিন্যস্ত হয়েছে। *অভিরাজসপ্তশতীর* শতককাব্যগুলিতে একাধিক রসের সংমিশ্রণ একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য।

৪.৭ 'অভিরাজসপ্তশতী' নামকরণের তাৎপর্য: সাতটি শতের সমন্বয় হল সপ্তশতী। অর্থাৎ সপ্তশতী বলতে বোঝায় সাতটি শতককাব্যের সমন্বয়। আলোচ্য গবেষণা-প্রবন্ধের মূলগ্রন্থ *অভিরাজসপ্তশতীতে* কিন্তু ছয়টি শতককাব্য রয়েছে, যথা- *নব্যভারতশতক, মাতৃশতক, প্রভাতমঙ্গলশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* ও *সম্বোধনশতক*। এছাড়া একটি দণ্ডক যথা-

ভারতদণ্ডক রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডকে নিবদ্ধ শতককাব্য পাওয়া যায় না। এবং এই দণ্ডকে একশত পরিমাণ শ্লোক বা পদ্যও নেই। তাই একে শতকের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরাও যায় না। অতএব কাব্যসংকলনটির *অভিরাজসপ্তশতী* নামকরণ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না।

বিগত ০৪.০২.২০২৪ তারিখে দূরভাষ-মাধ্যমে কবির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার হয়। তাতে এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, *ভারতদণ্ডক* কাব্যটি যেহেতু অনিয়তাক্ষরে লিখিত হয়েছে, তাই এর একেকটি পদ্যের অক্ষরসংখ্যা অনেক বেশি (প্রায় ২৫০টি)। এরকম পদ্যের দ্বারা শতককাব্য রচিত হলে তার আয়তন অনেক বিস্তৃত হবে। অক্ষরসংখ্যার ভিত্তিতে একে শতককাব্যের অন্তর্গত করা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়: অভিরাজসপ্তশতীর সামাজিক মূল্যবিচার

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। এখানে সততার প্রতিষ্ঠা করতে অসৎকেও তুলে ধরা হয়। মানুষ যেমন দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অবয়ব পর্যবেক্ষণ করে স্থানে স্থানে অসৌন্দর্যকে দূর করে সুচারুরূপে নিজেকে সজ্জিত করে। সাহিত্যও একইভাবে সমাজের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ত্রুটি বিচ্যুতি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি প্রভৃতি তুলে ধরে মানুষকে আলোর পথে উত্তরণে উৎসারিত করে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র সমাজ সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। *অভিরাজসপ্তশতীর* কাব্যগুলিতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, সম্বোধনশতক* এবং *মাতৃশতকের* কিছু অংশে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

বর্তমান সময়ে রাজনীতি একটি বহুল চর্চার বিষয়। রাজনীতির দূষণ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুষ, স্বজন-পোষণ, ব্যক্তিস্বার্থের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রও কলুষিত হচ্ছে। *নব্যভারতশতক, সুভাষিতোদ্ধারশতক, চতুর্থীশতক* এবং *সম্বোধনশতকে* রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার বলে অন্যায় সাধন প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। কবি বলেছেন-

মিথ্যাভিনয়কর্মাণো মিথ্যাপ্রণযদর্শিনঃ

বর্তমানসমাজস্যাভিনেতারো বিধাযকাঃ॥[২২]

অর্থাৎ মিথ্যা অভিনয়ে দক্ষ, মিথ্যায় পারদর্শী বিধায়করা বর্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলির মধ্যে উৎকোচ বা ঘুষ একটি বড় সমস্যা। কবি বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে ঘুষের নিন্দা করেছেন- দান, তপস্যা বা শৌর্যপ্রভৃতির দ্বারা যাদের যশ প্রতিষ্ঠা পায় না, ঘুষের দ্বারা তার উন্নতি সুনিশ্চিত। বর্তমানকালে জ্ঞানীরা আর সম্মানিত হন না। যেহেতু মানুষের জ্ঞানাহরণের ইচ্ছা প্রশমিত হচ্ছে, তাই বিদ্বানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতিও প্রশমিত হচ্ছে। অন্যদিকে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত জ্ঞানীরা আজ অনাদৃত।

যেকোন সভ্যতায় সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে নৈতিক অধঃপতন। কর্তব্য কর্মের বিচার, জীবনচর্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক চেতনা- এই সমস্তকিছু মানুষের নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। নীতিগত আদর্শের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিকোন পরিমার্জিত হয়। কবি রাজেন্দ্র

মিশ্র সাম্প্রতিককালে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। ভারতীয়ের মনে আত্মদৈন্য এক প্রবল সমস্যা। বর্তমান সময়ে অশিক্ষিত, শিক্ষিত সকলের মনেই বদ্ধমূল ধারণা যে, পাশ্চাত্যের সমস্তকিছুই উৎকৃষ্ট। আর প্রাচ্যের শিক্ষা, রুচি, জীবনবোধ, সংস্কৃতি সমস্তকিছুই সেকেলে, কুসংস্কার। তাই তারা ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতির সমাদর করে না। রাজেন্দ্র মিশ্র এই সমস্তকিছুর কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। পক্ষান্তরে সমাজের সার্বিক সমোন্নতির পথ দেখিয়েছেন।

উপসংহার

কবি তাঁর কাব্যে মনোরম শব্দার্থের দ্বারা বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপিত করেন। কাব্যের বাইরে থাকে শব্দ ও অর্থের রমণীয়তা, আর অভ্যন্তরে থাকে ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই গদ্যকাব্যের চেয়ে পদ্যকাব্যের ভাবময়তা কাব্যরসিকদের মনকে অধিক আকর্ষিত করে। আর তার চেয়েও স্বল্প পরিসরে অভিধাকে অতিক্রম করে এক লোকোত্তর আনন্দের অনুভূতি পাওয়া যায় মুক্তকশ্লোক থেকে। তাই বিভিন্ন শতককাব্যের সারগর্ভ শ্লোকগুলি কাব্যরসিকদের মনে আনন্দ বিধান করে।

কবি রাজেন্দ্র মিশ্র রচিত *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলি একেকটি মুক্তককাব্য। তবে কবির অনেক শ্লোকে ভাবময়তার প্রতীতি হয় না। স্মৃতিশাস্ত্র ও পৌরাণিক সাহিত্যে যেমন বিষয়ের স্পষ্টতা থাকলেও উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ প্রায়শই পাওয়া যায় না, সেইরকম *অভিরাজসপ্তশতীর* বেশিরভাগ শ্লোকে বিবক্ষিত বিষয়ের অর্থ সহজ হলেও কাব্যগুণের ঔৎকর্ষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম।

অভিরাজসপ্তশতীতে সর্বাধিক অনুষ্টুভ ছন্দের প্রয়োগ রয়েছে। এছাড়া বসন্ততিলক, শার্দূলবিক্রীড়িত, তোটক প্রভৃতি ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। কবি সম্ভবত অর্থসৌকর্যের জন্যই অনুষ্টুভ ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। একক ছন্দের পাশাপাশি মিশ্র ছন্দে রচিত শতককাব্যও রয়েছে। কেবলমাত্র *সম্বোধনশতকে* উপজাতি, উপেন্দ্রবজ্রা, দ্রুতবিলম্বিত, বংশস্থবিল, ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, বসন্ততিলক, মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত ও শিখরিণী এই দশটি ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এতগুলি ছন্দের সংমিশ্রণে শতককাব্য রচিত হয়নি। এটি অবশ্যই একটি অভিনব সংযোজন।

অর্থালংকার প্রয়োগে কবি বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু শব্দালংকারের তেমন প্রয়োগ নেই। *প্রভাতমঙ্গলশতকে* দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ থাকলেও যমকাদি শব্দালংকারের প্রয়োগ দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শতককাব্যে যেরকম অলংকারের মনোরম ও বহুল প্রয়োগ থাকে, আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্গত শতককাব্যগুলিতে তেমনটা নেই।

প্রভাতমঙ্গলশতকে ওজোগুণের বাহুল্য রয়েছে। তদ্ব্যতীত *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত কাব্যগুলিতে প্রসাদগুণই প্রধানরূপে প্রতীয়মান। মাধুর্যগুণের প্রয়োগও রয়েছে, তবে তুলনায় অনেক কম। প্রসাদগুণের ব্যবহারে কাব্যে অর্থসারল্য ক্ষুন্ন হয়নি। রীতিগুলির মধ্যে বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতিই এখানে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়েছে।

রাজেন্দ্র মিশ্র সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়ে সর্বদা সচেতন। *অভিরাজসপ্তশতীর* অন্তর্গত *নব্যভারতশতক, চতুর্থীশতক, সম্বোধনশতক* এবং *সুভাষিতোদ্ধারশতকে* সমাজের নিন্দনীয় দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি নিরসনের উপায়রূপে কবির কোনো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় না।

তথ্যসূত্র:

---

১. কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ৩. ২৭

২. প্রদ্যুম্ন পাণ্ডেয় সম্পাদিত *অমরুশতক* এর ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা- ১৩

৩. A Śataka, meaning a century of detached stanzas, is usually regarded as the work of a single poet. (*History of Sanskrit Literature*, Page- 157)

৪. কাব্যমীমাংসা, দশম অধ্যায় (কবিরহস্য)

* পাঠান্তর- যদি বা ত্রয়ঃ।

৫. নানিৰদ্ধং চকাস্ত্যেকতেজঃপরমাণুবত্
অসংকলিতরূপাণাং কাব্যানাং নাস্তি চারুতা।
ন প্রত্যেকং প্রকাশন্তে তৈজসা পরমাণবঃ॥ কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১. ৩. ২৯

৬. সভারঞ্জনশতক ১৪

৭. সাম্যবাদী ন কোঽপ্যদ্য ন স্বতন্ত্রো ন সোশলঃ।
কাংগ্রেসীযোঽথবাঽন্যোবা জনতাদলসমর্থকঃ॥
হিন্দূকুলসমুৎপন্নো মুস্লিমানুপসেবতে।
কেবলং মতপত্রায় কেবলং হিনকারণাত্॥
মিথ্যাভিনযকর্মাণো মিথ্যাপ্রণযদর্শিনঃ।
বর্তমানসমাজস্যাভিনেতারো বিধাযকাঃ॥ নব্যভারতশতক ২৩, ২৫, ৩২

৮. ন রাষ্ট্রং ধ্রিযতে সৈন্যৈঃ ন চাপি নেতৃমণ্ডলৈঃ।
বিদ্যযা ধ্রিযতে রাষ্ট্রং ধ্রিযতে জ্ঞানরাশিভিঃ॥ তদেব, ৫৬

৯. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩

১০. সম্বোধনশতক ২৯

১১. সাহিত্যদর্পণ ১০. ১৭

১২. সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
উপমেযঞ্চোপমানং ভবেদ্ বাচ্যম্।।
লুপ্তা সামান্যধর্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বযোঃ
ত্রযাণাং বানুপাদানে।। তদেব, ১০. ১৮-২২

১৩. শ্রৌতী যথেববাশব্দা ইবার্থো বা বতির্যদি।
আর্থী তুল্যসমানাদ্যাস্তুল্যার্থো যত্র বা বতিঃ॥ তদেব, ১০. ১৯

১৪. সম্বোধনশতক ২৭

১৫. মূর্ধ্নি বর্গান্ত্যবর্ণেন যুক্তাষ্টঠডঢান্বিনা।
রণৌ লঘু চ তদ্ব্যক্তৌ বর্ণাঃ কারণতাং গতাঃ॥
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা মধুরা রচনা তথা। সাহিত্যদর্পণ ৮. ৩-৪

১৬. মাতৃশতক ৬

১৭. সম্বোধনশতক ৭০

১৮. সাহিত্যদর্পণ ৯. ২

১৯. প্রভাতমঙ্গলশতক ৪৬, ৪৮

২০. সাহিত্যদর্পণ ৩. ২০৩

২১. সুভাষিতোদ্ধারশতক ৩৪

২২. নব্যভারতশতক ৩২

গ্রন্থপঞ্জি

অগ্নিপুরাণম্। সম্পা. বলদেব উপাধ্যায়। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০০৫ (তৃতীয় সংস্করণ)।

অথর্ববেদ। সম্পা. গঙ্গাসহায় শর্মা। নিউ দিল্লী: সংস্কৃত সাহিত্য প্রকাশন, ২০১৫।

অমরু। *অমরুশতকম্*। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬।

আনন্দবর্ধন। *ধ্বন্যালোকঃ*। সম্পা. পট্টাভিরাম শাস্ত্রী। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৪০।

অবতারকবি। *ঈশ্বরশতকম্*। সম্পা. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত, বাসুদেব লক্ষণ শাস্ত্রী। কাব্যমালা সিরিজ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

উদ্ভট। *কাব্যালংকারসারসংগ্রহ*। সম্পা. নারায়ণ দাস বনহট্টি। পুনা (পুনে): ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯২৫।

উপনিষদ সমগ্র। সম্পা. জগদীশ শাস্ত্রী। দিল্লী: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০১৭ (সপ্তম পুনর্মুদ্রণ; প্রথম সংস্করণ ১৯৭০)।

উপাধ্যায়, বলদেব। *সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস*। শারদা নিকেতন, বারাণসী ২০০১।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (প্রথম ভাগ)। সম্পা. সুধাকর মালব্য। বারাণসী (বেনারস): বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

ঋগ্বেদ-সংহিতা (চতুর্থ ভাগ), নবম ও দশম মণ্ডল। সম্পা. এন্. এস্. সোনটক্কে, সি. জি. কাশীকার। পুনা (পুনে): বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, ১৯৪৬।

—। সম্পা. ধর্মেন্দ্র কুমার, প্রদ্যুম্ন চন্দ্র। নিউ দিল্লী: দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমী, ২০১৩।

কাংকর, নারায়ণ। *অভিনব-সংস্কৃত-সুভাষিত-সপ্তশতী*। রাজস্থান (ত্রিপোলিয়া বাজার, জয়পুর): রমেশ বুক ডিপো, ১৯৮৭।

কাব্যমালা (চতুর্থ গুচ্ছক)। সম্পা. দুর্গার্সাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৭ (তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

—, (প্রথম গুচ্ছক)। সম্পা. দুর্গার্সাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৯ (তৃতীয় সংস্করণ)।

কালিদাস। *কুমারসম্ভবম্*। সম্পা. নারায়ণ রাম আচার্য। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৫৫।

কালিদাস। *শ্রুতবোধ*। সম্পা. নারায়ণ পণ্ডিত, ব্রজরত্ন ভট্টাচার্য। মুম্বই: নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৯।

কুন্তক। *বক্রোক্তিজীবিতম্*। সম্পা. সুশীলকুমার দে। ক্যালকাটা (কলকাতা): ফার্মা কানাইলাল মুখোপাধ্যায় পাবলিশার, ১৯৬১।

কেদারভট্ট। *বৃত্তরত্নাকর*। সম্পা. কেদারনাথ শর্মা। বেনারস: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৫৪।

গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলিকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪ (দ্বাদশ পরিমার্জিত সংস্করণ)।

গোকুলনাথ। *শিবশতকম্*, কাব্যমালা সিরিজ (তৃতীয় খণ্ড)। সম্পা. দুর্গাপ্রসাদ, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

গোবর্ধন। *আর্যাসপ্তশতী*। সম্পা. বিষ্ণু প্রসাদ ভাণ্ডারী, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত। বেনারস: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৫।

—।—। সম্পা. পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৪।

চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। *কাব্য-মীমাংসা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০।

ছান্দোগ্যোপনিষদ। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। পুনা (পুনে): ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৪২।

জগন্নাথ। *রসগঙ্গাধর*। সম্পা. মথুরানাথ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪৭ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

জয়দেব। *গীতগোবিন্দম্*। সম্পা. মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলং, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৯।

জয়দেব। *চন্দ্রালোক*। সম্পা. নন্দিকেশোর শর্মা। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৬০।

ঝা, বিষ্ণুকান্ত। *সপার্ষদ-শ্রীবৈদ্যনাথশতকম্*। ঝাড়খণ্ড (বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর): বন্দনা প্রকাশন, ২০০৬।

ঝা, মহেশ। *শ্রীচণ্ডিকাশতকম্*। বিহার (কলায়তন, শাস্ত্রীনগর, মুঙ্গের): ভগবতী প্রকাশন, ১৯৯১।

—, —। *বসন্তশতকম্*। বিহার (বেকাপুর, মুঙ্গের): ন্যাশনাল্ কমার্সিয়াল ইন্সটিটিউট, ২০১০।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্। সম্পা. রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কলিকাতা (কলকাতা): বাপটিষ্ট মিশন প্রেস, ১৮৭১।

দণ্ডী। *কাব্যাদর্শ*। সম্পা. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা (কলকাতা): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫।

দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *কাব্য-বিচার*। কলিকাতা (কলকাতা): মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১৯৩৯।

দাস, শ্রীধর। *সদূক্তিকর্ণামৃত*। সম্পা. রামাবতার শর্মা। কলকাতা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২।

ধনঞ্জয়। *দশরূপক*। সম্পা. বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৭।

_, *দশরূপক*। সম্পা. রবিকান্ত মণি। রাজস্থান (জয়পুর): রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সাহিত্য কেন্দ্র, ২০২১।

ধোয়ী। *পবনদূতম্*। সম্পা. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। কলিকাতা (কলকাতা): সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯২৬।

নায়ক, প্রমোদকুমার। *দারিদ্র্যশতকম্*। কলিকাতা (কলকাতা): কথাভারতী, ২০১৩।

পানিণীয় শিক্ষা। সম্পা. কমলাপ্রসাদ পাণ্ডে। বারাণসী (বেনারস): বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০৩।

পিঙ্গল। *ছন্দঃসূত্র*। সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। কলিকাতা (কলকাতা): গণেশ প্রেস, ১৮৭৬।

বোপদেব। *বোপদেববৈদ্যশতকম্*। সম্পা. ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস। মুম্বই: ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ১৮৯৬।

ভরত। *নাট্যশাস্ত্রম্*। সম্পা. রবিশংকর নাগর, কে. এল জোশী। দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ)।

--। -- (প্রথম ভাগ)। সম্পা. রামকৃষ্ণ কবি, রামস্বামী শাস্ত্রী। বরোদা: ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, ১৯৫৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

--। -- (প্রথম ভাগ)। সম্পা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা (কলকাতা): নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪ (ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০)।

ভর্তৃহরি। *ভট্টিকাব্যম্*। সম্পা. বিনায়ক নারায়ণ শাস্ত্রী, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২০ (ষষ্ঠ সংস্করণ)।

ভর্তৃহরি। *শতকত্রয়*। যূথিকা ঘোষ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

ভবভূতি। *উত্তররামচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ভামহ। *কাব্যালংকার*। সম্পা. সি. শংকররাম শাস্ত্রী। শ্রীবালমনোরমা সিরিজ নং ৪, মহীশূর (মাদ্রাজ): বালমনোরমা প্রেস, ১৯৫৬।

ভোজ। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* । সম্পা. কেদারনাথ শর্মা, বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মনুসংহিতা। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা: ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশ*। সম্পা. বামনাচার্য রামভট্ট ঝালকীকার। নিউ দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০২১ (পুনর্মুদ্রণ)।

ময়ূরভট্ট। *সূর্যশতকম্*। সম্পা. ত্রিভুবন পাল। দিল্লী: মোতিলাল বনারসীদাস. ১৯৮৩ (পুনর্মুদ্রণ)।

—। —। সম্পা. ভুবনেশ্বর কর। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ২০০৪।

মিশ্র, রাজেন্দ্র। *অকিঞ্চনকাঞ্চনম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৪।

—, —। *অভিরাজযশোভূষণম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *অভিরাজসপ্তশতী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৭।

—, —। *অরণ্যানী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯৯।

—, —। *আর্যান্যোক্তিশতকম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৬।

—, —। *চতুষ্পথীয়ম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৩।

—, —। *ধর্মানন্দচরিতম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯৩।

—, —। *নবাষ্টকমালিকা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭৬।

—, —। *নাট্যনবগ্রহম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *নাট্যনবরত্নম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৬।

—, —। *নাট্যনবার্ণবম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০১০।

—, —। *নাট্যপঞ্চগব্যম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৭২।

—, —। *নাট্যপঞ্চামৃতম্*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৭৭।

—, —। *নাট্যসপ্তপদম্*। দিল্লী: ইস্টার্ন বুক লিঙ্কার্স, ১৯৯৬।

—, —। *পরাম্বাশতকম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮২।

—, —। *প্রমদ্বরা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৬১।

—, —। *প্রশান্তরাঘবম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৮।

—, —। *মধুপর্ণী*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০০।

—, —। *মৃদ্বীকা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৫।

—, —। *রূপরুদ্রীয়ম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৬৩।

—, —। *বাগ্ধূটী*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৭৮।

—, —। *বামনাবতরণম্*। এলাহাবাদ: অক্ষয়বট প্রকাশন, ১৯৯৪।

—, —। *বিদ্যোত্তমা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৯২।

—, —। *শতাব্দীকাব্যম্*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ১৯৮৭।

—, —। *শ্রুতিম্ভরা*। এলাহাবাদ (৮, বাগম্বরী মার্গ): বৈজয়ন্ত প্রকাশন, ২০০৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

—, —। *সমীক্ষাসৌরভম্*। বারাণসী (বেনারস): সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

যাস্ক। *নিরুক্তম্* (তৃতীয় ভাগ)। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলতাকা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ; প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫)।

রবীন্দ্রনাথ। *কাহিনী*। কলিকাতা (কলকাতা): বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) ১৯৭৩।

রসিকানন্দ মুরারী। *শ্যামানন্দশতকম্*। গোপাল গোবিন্দানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ): গৌরাব্দ ৫০০ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৮৬)।

রুদ্রট। *কাব্যালংকার*। সম্পা. পণ্ডিত রামদেব শুক্লা। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৬৫।

বাণভট্ট। *চণ্ডীশতকম্*। সম্পা. ফতহ সিংহ। রাজস্থান (যোধপুর): রাজস্থান প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৮।

বাণভট্ট। *হর্ষচরিত*। সম্পা. রঙ্গনাথ শাস্ত্রী। অনন্তশয়ন সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, গ্রন্থাঙ্ক ১৮৭। কেরল: কেরলা বিশ্ববিদ্যালয়, শকাব্দ ১৮৮০ (খ্রিস্টাব্দ ১৯৫৮)।

বামন। *কাব্যালংকারসূত্র*। সম্পা. হরগোবিন্দ শাস্ত্রী। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৫।

বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ*। সম্পা. যোগেশ্বরদত্ত শর্মা পরাশর। দিল্লী: নাগ পাবলিশার্স প্রথম খণ্ড ১৯৯৯। দ্বিতীয় খণ্ড ২০০০। চতুর্থ খণ্ড ২০০০।

বিশ্বেশ্বর। *অলংকারকৌস্তুভ*। শিবদত্ত, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৯৮।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ। সম্পা. কুপ্পুস্বামি শাস্ত্রী। আলমোড়া: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৫০ (তৃতীয় সংস্করণ)।

শতপথব্রাহ্মণ। সম্পা. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়। দিল্লী: মহালক্ষ্মী পাবলিশিং হাউস, ১৯৭০।

শর্মা, কেশবরাম। *শতকচতুষ্টয়ম্*। হিমাচল প্রদেশ: মনীষিমণ্ডল প্রকাশন, ২০০৫।

শুক্লা, নলিনী। *বাণীশতকম্*। উত্তরপ্রদেশ (কানপুর): কৃষ্ণা প্রেস, ১৯৯৬।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অনু. ভাবঘনানন্দ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার। সম্পা. জ্যোতিভূষণ চাকী, তারাপদ ভট্টাচার্য, রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীধর্মপাল। কলিকাতা (কলকাতা): নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

হাল। *গাহাসত্তসঈ*। সম্পা. জগন্নাথ পাঠক। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯।

—, —। সম্পা. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। কলিকাতা (কলকাতা): জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ...

হেমচন্দ্র। *কাব্যানুশাসন*। সম্পা. শিবদত্ত, কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বই): নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০১।

ক্ষেমেন্দ্র। *সুবৃত্ততিলকম্*। সম্পা. বেদপ্রকাশ ডিণ্ডোরিয়া। বারাণসী (বেনারস): চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০২২।

Kane, P. V. *History of Sanskrit Poetics.* Delhi: Motilal Banarsidass, 2002 (4th Edition, Reprint).

The Subhāṣitaratnakoṣa, Eds. D. D. Kosambi, V. V. Gokhle. Harvard University Press, 1957.

Sharma, Narayan. *The Hitopodeśa.* Ed. M.R. Kale. Delhi: Motilal Banararidass 2004 (6th Edition, Reprint).

Keith, A.B. *A History of Sanskrit Literature.* London: Oxford University Press, 1953 (Reprint; First Edition 1920).

Katyayana. *Sarvānukramanī of The Rgveda.* Ed. A.A Macdonell. entitled Vedārthadīpikā with Critical notes and appendices. Oxford University Press, 1886.

De, S.K. *History of Sanskrit Literature: Prose, Poetry and Drama.* Calcutta (Kolkata): University of Calcutta, 1947.

Dasgupta, S.N and De, S.K. *A History of Sanskrit Literature: Classical Period.* Delhi: Motilal Banarsidass, 2017 (First Published: University of Calcutta, 1947).

শতককাব্য বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ

The Sanskrit Poems of Mayūra. Ed. A.V. Williams Jackson. Columbia University, 1917.

Ramamurti K.S. *Śatakas in Sanskrit Literature.* Sri Venkateshwar University Journal, vol-I, 1958.

Bhattacharji, Sukumari. *A survey of Śataka Poetry.* Sahitya Akademi Journal, vol. 23, No. 5, 1980.

Chakraborty, Aparna. *A Critical Study of Govardhana's Āryāsaptaśatī.* University of Burdwan, 1982.

Paraddi, M.B. *Satak in Sanskrit Literature.* Karnataka University, 1983.

রাই, নারায়ণ। *গাথাসপ্তশতী অউর বিহারী সতসই: প্রেরণা অউর প্রভাব সাম্য কী দৃষ্টি সে তুলনাত্মক অধ্যয়ন*। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

মণ্ডল, রণবীর। *হালের গাথাসপ্তশতী: একটি সমীক্ষা*। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।

মিশ্র, রুদ্রনারায়ণ। *শ্রীজগন্নাথসম্বন্ধানাং শতককাব্যানাং সমীক্ষণম্*। তিরুপতি: রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, ২০১৬।